উপজেলা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করায় বিএনপি নেতা ভুট্টো বহিষ্কার

দলীয় সিদ্ধান্ত অমান্য করে উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে অংশ করায় মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক জুলফিকার আলী ভুট্টো কে বহিষ্কার করেছে দল।

আজ শনিবার (৪ মে) দলের সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী স্বাক্ষরিত চিঠিতে তাদের বহিষ্কারের কথা জানানো হয় বলে মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি মাসুদ অরুন জানিয়েছেন।

চিঠিতে বলা হয়, দলীয় সিদ্ধান্ত অমান্য করে আসন্ন উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে অংশগ্রহণের সুনির্দিষ্ট অভিযোগের প্রেক্ষিতে দলীয় গঠনতন্ত্র মোতাবেক বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) প্রাথমিক সদস্য পদসহ সকল পর্যায়ের পদ থেকে আপনাকে নির্দেশক্রমে বহিষ্কার করা হলো। এই সিদ্ধান্ত অবিলম্বে কার্যকর হবে।

দল থেকে বহিষ্কার প্রসঙ্গে গাংনী উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক জুলফিকার আলী ভুট্টো বলেন, আমি এ বিষয়ে জেনেছি। এখনো কোনো চিঠি হাতে পাইনি। তবে এসব বিষয় মাথায় নিয়েই তো আমি নির্বাচনে নেমেছি।

মেহেরপুর সদরে চেয়ারম্যান প্রার্থী আনারুল ইসলামকে শোকজ

মেহেরপুর সদর উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে চেয়ারম্যান প্রার্থী আনারুল ইসলামকে শোকজ করেছেন জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা ও রিটার্নিং কর্মকর্তা মো: ওয়ালিউল্লাহ। গত শুক্রবার এক জরুরী চিঠিতে এ

শোকজ করা হয়েছে।

শোকজে বলা হয়েছে, উপজেলা পরিষদ নির্বাচন আচরণ বিধিমালা, ২০১৬ এর বিধি ১৮ এর (ঘ) এবং বিধি ৩১ অনুযায়ী “প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তাহার পক্ষে উস্কানিমুলক বক্তব্য বা বিবৃতি, অর্থ, অস্ত্র ও পেশী শক্তি কিংবা স্থানীয় ক্ষমতা দ্বারা নির্বাচন প্রভাবিত করা যাইবে না”। তারপরও আমদহ ইউনিয়নের আশরাফপুর গ্রামে নির্বাচনি মতবিনিময় সভায় কর্মী-সমর্থকরা আপনার পক্ষে নির্বাচনি প্রচারণাকালে উস্কানিমুলক বক্তব্য বা বিবৃতি, পেশী শক্তি কিংবা স্থানীয় ক্ষমতা দ্বারা নির্বাচন প্রভাবিত করা বিষয়ে বক্তব্য দিয়েছেন যা গত ৩ মে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে (ফেসবুক) ভাইরাল হয়েছে। যা উপজেলা পরিষদ নির্বাচন আচরণ বিধিমালা, ২০১৬ এর ১৮ (ঘ) ও ৩১ বিধির সুস্পষ্ট লঙ্ঘন।

চিঠিতে আরও বলা হয়েছে, উপজেলা পরিষদ নির্বাচন আচরণ বিধিমালা, ২০১৬ এর ১৮(ঘ) ও ৩১ বিধি লঙ্ঘনের দায়ে কেন আপনার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না তার লিখিত জবাব আজ শনিবার বিকাল ৪টার মধ্যে জেলা নির্বাচন অফিসার, মেহেরপুর ও রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়ে স্ব-শরীরে উপস্থিত হয়ে লিখিত ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো।

উল্লেখ্য, গত ২ মে আশরাফপুর গ্রামে এক নির্বাচনী প্রচারণায় চেয়ারম্যান প্রার্থী আনারুল ইসলামের প্রতিক মোটরসাইকেল ছাড়া কোন প্রতিকে সিল মারা যাবে না এবং কোন প্রতিকের এজেন্ট থাকতে পারবে না বলে হুমকিস্বরুপ বক্তব্য দেন মেহেরপুর শহর আওয়ামী লীগের সভাপতি ও জনপ্রশাসন মন্ত্রীর মেজ ভাই ইকবাল হোসেন বুলবুল।

জনপ্রশাসন মন্ত্রীর ভাইয়ের বক্তব্যে তোলপাড়!

মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাচনে জনপ্রশাসন মন্ত্রীর বড় ভাই ও মেহেরপুর শহর আওয়ামী লীগের সভাপতি ইকবাল হোসেনের হুমকিতে রাজনীতির অঙ্গনে তোলপাড় অবস্থা। এক প্রার্থীর পক্ষে অবস্থান

নিয়ে দলেরই আরেক প্রার্থীর এজেন্ট থাকবে না বলে হুমকি দিয়েছেন তিনি। ভোট কেন্দ্রে ওই প্রার্থীর কোন এজেন্ট থাকবে না বলে হুশিয়ারী করে দিয়েছেন তিনি। জনপ্রশাসনমন্ত্রী কোন প্রার্থীর পক্ষ অবস্থান না নিলেও তাঁর ভাইয়ের এ বক্তব্য মন্ত্রীকে বিব্রত করেছে বলে মনে করছে জনসাধারণ।

নেটিজেনদের মাধ্যমে পাওয়া এক ভিডিওতে দেখা গেছে সদর উপজেলার আমদহ গ্রামের একটি নির্বাচনী সভায় বক্তব্য রাখছেন ইকবাল হোসেন। ওই গ্রামের বাসিন্দা এবং আওয়ামী লীগ নেতা আনারুল ইসলাম সদর উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান প্রার্থী। তার পক্ষে অবস্থান নিয়ে তিনি বলেন, ৮ তারিকের নির্বাচনে শুধুমাত্র আনারুল ইসলামের (মোটরসাইকেল প্রতীক) ছাড়া অন্য কোন এজেন্ট থাকতে পারবে না। এই আশরাফপুর গ্রামে কোন এজেন্ট থাকবে না। শুধু আনারুল ভায়ের মার্কায় সিল মারা হবে। আর কোন মার্কায় সিল মারতে দেওয়া হবে না।

গত বৃহস্পতিবার (০২ মে) সন্ধ্যায় ৬টায় সদর উপজেলার আমদহ ইউনিয়নের আশরাফপুর গ্রামের ৭নং ওয়ার্ড স্কুল পাড়া ওয়ার্ড আওয়ামী লীগ এক সভার আয়োজন করেন। এ ইকবাল হোসেন তাঁর ২ মিনিট ৩৯ সেকেন্ড বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

নির্বাচনী সভায় ইকবাল হোসেন বলেন, আনারুল ভাই সহ আরো চারটি প্রার্থী আছে। আনারুল ভাই যদি নির্বাচনে না দাড়াতো তা হলে আমি ভোট করতে আসতাম না। আনারুর ভাই একজন যোগ্য প্রার্থী। উপজেলা চেয়ারম্যান এমন একজনকে করতে হবে যে টোটাল উপজেলা আওয়ামী লীগকে টিকিয়ে রাখতে পারে। যে ব্যাক্তি আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীসহ জনগনের সুখে দুখে পাশে থাকতে পারবে। যে নিজের জমি বেচেঁ আওয়ামী লীগকে টিকাতে পারবে সেই ধরণের লোক আমরা উপজেলাতে চাই। আনারুর ভাই ছাড়া এই ধরণের কোন লোক নেই। আর কোন প্রার্থী নেই। তাই আজকে সেই ১৯৭০ সালের নির্বাচনে মত ওই রকম ভোট চাই আনারুল ভায়য়ের জন্য। এক চেটিয়া ভোট হবে শুধু মোটরসাইকেলে। প্রত্যেকটি সেন্টারে মোটরসাইকেল জিতবে। আমরা শহরের লোকজন বুঝেছি যোগ্য প্রার্থীকে ভোট দিতে হবে। আনারুল ভাইকে আমরা প্রতিটি সেন্টারে ব্যাপক ভোটে বিজয়ী করবো। এই আশরাফপুর গ্রামে কোন এজেন্ট থাকবে না। শুধু আনারুল ভায়য়ের মার্কা মোটরসাইকেল মার্কা সিল মারতে হবে। অন্য কোন মার্কায় সিল মারতে দেওয়া হবে না।

এদিকে ইকবাল হোসেনের এ বক্তব্য নেটিজেনদের কাছে ছড়িয়ে পড়ার পর শুরু হয় তীব্র সমালোচনা। তিনি জনপ্রশাসনমন্ত্রী ও মেহেরপুর-১

আসনের সংসদ সদস্য ফরহাদ হোসেনের মেজ ভাই। এ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের চার জন প্রার্থী রয়েছেন। আওয়ামী লীগের গ্রুপ রাজনীতির হিসেবে জনপ্রশাসন মন্ত্রীর পক্ষের প্রার্থী হলেন- জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. ইব্রাহিম শাহীন ও আমদহ ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আওয়ামী লীগ নেতা আনারুল ইসলাম। এছাড়াও জেলা আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি আব্দুল মান্নান এবং জেলা কৃষক লীগের সহ সভাপতি হাসেম আলী চেয়ারম্যান প্রার্থী মাঠে রয়েছেন।

নেতাকর্মীরা জানান, জনপ্রশাসন মন্ত্রীর পক্ষের প্রার্থী অ্যাড. ইব্রাহিম শাহীন ও আনারূল ইসলামের মধ্য থেকে একজনকে সমর্থন দেওয়ার দাবি ছিল নেতাকর্মীদের কাছ থেকে। কোন প্রার্থীর পক্ষে মন্ত্রী, এমপি ও তাদের স্বজনরা অবস্থান না নেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের কঠোরতা থাকায় জনপ্রশাসনমন্ত্রী নিরবতা পালন করেছেন। এর মধ্যে তার আপন ভাইয়ের এমন বক্তব্য মন্ত্রীকে বিব্রত করেছে বলে মনে করছেন নেতাকর্মীরা।

ইকবাল হোসেনের বক্তব্যের বিষয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ন সাধরাণ সম্পাদক ইব্রাহিম শাহীন বলেন, এভাবে প্রকাশ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রীর ভাই ও শহর আওয়ামী লীগের সভাপতি যদি এমন বক্তব্য দেই তাতে উপজেলা নির্বাচন জনগণের কাছে কতটুকু গ্রহনযোগ্য হবে তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। এগুলো নির্বাচনী আচরণবীধি লঙ্ঘন। জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছে লিখিত আকারে অভিযোগ জানানো হবে।

জানতে চাইলে ইকবাল হোসেন বলেন, আমদহ এলাকায় সাবেক চেয়ারম্যান আনারুল ইসলাম ওই এলাকায় খুব জন্রপিয় নেতা। আমি এই কারণে অন্যকোন প্রার্থীর এজেন্ট পাওয়া যাবে না বলে কথা বলতে গিয়ে এমন কথা বেরিয়ে গেছে। বিষয়টি ওইভাবে মনে করার কিছু নেই।

তবে লিখিত অভিযোগ কিংবা ভিডিও ক্লিপ হাতে না আসা পর্যন্ত কোন মন্তব্য করতে রাজি হননি এ নির্বাচনের রির্টার্নিং কর্মকর্তার দায়িত্বে থাকা জেলা নির্বাচন অফিসার ওয়ালিউল্লাহ।

মেহেরপুর সদরে চেয়ারম্যান প্রার্থী আনারুল ইসলামের নির্বাচনী মতবিনিময় সভা

আসন্ন সদর উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে চেয়ারম্যান প্রার্থী আনারুল ইসলামের মটরসাইকেল মার্কার সমর্থনে নির্বাচনী মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়েছে।

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমদহ ইউনিয়নের ৭ নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের উদ্যোগে আজ বৃহস্পতিবার (২ মে) বিকেলে আশরাফপুর বাজারে এ মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়।

৭ নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি মনোরদ্দীন মনোর সভাপতিত্বে সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও বাড়াদী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোমিনুল ইসলাম।

প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন শহর আওয়ামী লীগের সভাপতি ইকবাল হোসেন বুলবুল।

সম্মানিত বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন, উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে চেয়ারম্যান আনারুল ইসলাম।

বিশেষ অতিথি হিসেবে ইউপি চেয়ারম্যান শাহ জামান, সেলিম রেজা, মতিউর রহমান, আমঝুপি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা মতিউর রহমান, পিরোজপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি রফিকুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক শফিকুল ইসলাম। আমঝুপি ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান বোরহান উদ্দিন আহমেদ চুন্নুর ছেলে সেলিম রেজা উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়াও এসময় শহর আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক হায়দার আলী, কুতুবপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বাবুল আক্তার, আমঝুপি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার সাদাত, বুড়িপোতা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এইচ এম আলমগীর হোসেন, জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাধারণ সম্পাদক বারিকুল ইসলাম লিজন, জেলা ছাত্র লীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক জাব্বারুল ইসলাম,

জেলা ছাত্র লীগের দপ্তর সম্পাদক ইব্রাহিম হোসেন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীতে মানব সেবায় ছাত্রলীগ নেতা অনিক

করোনা দূর্যোগের সময় থেকে অক্সিজেন, ঔষধ সরবরাহ, অসহায়দের মাঝে খাদ্য সহায়তা, সচেতনতা কার্যক্রম, মাস্ক বিতরণ করে আসছেন গাংনী উপজেলা ছাত্রলীগের সাধারন সম্পাদক মো: আসিফ ইকবাল অনিক।

এবার পথচারীদের মাঝে শরবত, খাবার পানি ও স্যালাইন বিতরনের পাশাপাশি তীব্র তাপদাহ থেকে মুক্তি পেতে ও এসডিজি বাস্তাবায়নের লক্ষে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সহ সড়কের পাশে বিভিন্ন প্রজাতির প্রায় ৩ শতাধিক গাছ রোপন করে সকল শ্রেনী পেশার মানুষের কাছে নিজেকে তুলে ধরেছেন মানবিক ছাত্র নেতা হিসেবে। তার সামাজিক ও উন্নয়ন কর্মকান্ডে খুশি আওয়ামীলীগ, ছাত্রলীগ সহ বিভিন্ন শ্রেনী পেশার মানুষ।

আসিফ ইকবাল অনিক মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা ছাত্রলীগের সাধারন সম্পাদক। পড়াশুনা করছেন মেহেরপুর সরকারী ডিগ্রী কলেজে। চৌকস, মেধাবী ও দক্ষ সংগঠক আসিফ ইকবাল অনিক ছাত্র রাজনীতির পাশাপাশি ছোটকাল থেকেই, মানবসেবামূলক কাজ করছেন।

কৃষকের ধানকাটা থেকে শুরু করে ইতিবাচক নানা কর্মসূচির জন্য আসিফ ইকবাল অনিককে দলের তৃণমূল থেকে শুরু করে শীর্ষস্থানীয় অনেকে সাধুবাদ জানিয়েছেন।

এদিকে তীব্র তাপপ্রবাহ থেকে মুক্তি পেতে ও এসডিজি বাস্তাবায়নের লক্ষে গাংনী উপজেলা ছাত্রলীগের সাধারন সম্পাদক মো: আসিফ ইকবাল অনিকের উদ্যাগে বৃক্ষরোপন করা হয়েছে। রাসের সংক্রামণ ঠেকাতে সাধারণ মানুষের মাঝে সচেতনতামূলক মাইকিং সহ মাস্ক, হ্যান্ড গ্লোবস, লিফলেট বিতরণ শহরে জীবানুনাশক স্প্রে দেয়াসহ নানা কর্মসূচী হাতে নিয়েছিলো ছাত্রলীগের সাধারন সম্পাদক আসিফ ইকবাল

অনিকের নেতৃত্বে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা। আবার কখনও নিম্ন আয়ের মানুষের খাদ্য সঙ্কটের ফোনকল পেয়ে খাদ্য সামগ্রী নিয়ে ছুটে চলে তারা। ‘ত্রাণ নয় উপহার’ এই শ্লোগান দিয়ে পৌঁছে দেয়া হয় ছাত্রলীগের খাদ্য সামগ্রী।

গাংনী উপজেলা ছাত্রলীগের সাধারন সম্পাদক আসিফ ইকবাল অনিক বলেন, কোন প্রতিদান পাওয়ার জন্য নয় সেবার ব্রত নিয়ে দায়িত্ব পালন করছেন জানিয়ে তিনি আরো বলেন,বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে ধারণ করে দেশ ও জনগণের কল্যাণে কাজ করতে হবে। চাওয়া পাওয়ার ঊর্ধ্বে উঠে ত্যাগের মনোভাব নিয়ে আদর্শের সাথে নিজেদের গড়ে তুলতে হবে।

আওয়ামীলীগ নেতৃবৃন্দরা জানান,গাংনী উপজেলা ছাত্রলীগের সাধারন সম্পাদক আসিফ ইকবাল অনিক সহ ছাত্রলীগ নেতা কর্মীরা করোনা দূর্যোগ সহ নানা সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকান্ডে অবদান রাখে। যা সেবার মাধ্যমে জনগনের কাছে নিজেকে ছাত্ররাজনীতির মডেল হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছে গাংনী উপজেলা ছাত্রলীগের সাধারন সম্পাদক আসিফ ইকবাল অনিক।
গাংনী হাসপাতালের চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, আসিফ ইকবাল অনিক প্রায় প্রতিদিনই অসহায় রুগীদের সেবা নেওয়ার জন্য হাসপাতালে নিয়ে আসেন। এছাড়া ভর্তি রুগীদের পাশাপাশি সার্বিক সহযোগিতা করেন তিনি।

মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা চেয়ারম্যান এম এ খালেক বলেন, বৃক্ষ রোপন, শরবত ও পানি পান, করোনা দূর্যোগ সহ জনগনের নানা সমস্যায় পাশে থেকে সেবা করা অত্যান্ত মানবিক ও ভালো কাজ। ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের সাথে নিয়ে গাংনী উপজেলা ছাত্রলীগের সাধারন সম্পাদক আসিফ ইবাল অনিক মানব সেবায় যে কাজ করছে এটা সকলের জন্য দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।

গাংনী উপজেলা নির্বাচনের প্রার্থীদের মাঝে প্রতীক

বরাদ্দ

দ্বিতীয় ধাপের উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ১৪ প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের মাঝে প্রতীক বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার (২ মে) দুপুরে জেলা প্রশাসক সম্মেলন কক্ষে রিটার্নিং কর্মকর্তার দায়িত্বপ্রাপ্ত অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তানভীর রুম্মন আহমেদ প্রতীক বরাদ্দ করেন।

এ সময় চেয়ারম্যান পদে জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও বর্তমান চেয়ারম্যান এম এ খালেক-আনারস, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক একেএম শফিকুল আলম-কাপ পিরিচ, জেলা বিএনপি’র সাংগঠনিক সম্পাদক জুলফিকার আলী ভুট্টো-কৈই মাছ, গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোখলেছুর রহমান মুকুল-হেলিকপ্টার, উপজেলা মহিলা আওয়ামী লীগের আহ্বায়ক লায়লা আরজমান বানু -দোয়াত কলম, আওয়ামী লীগ নেতা রাশেদুল ইসলাম জুয়েল-ঘোড়া, উপজেলা যুবলীগ সভাপতি মোশাররফ হোসেন-মোটরসাইকেল ও আওয়ামী লীগ কর্মী মুকুল আহমেদ-শালিক পাখি।

ভাই চেয়ারম্যান পদে জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সহ সভাপতি দেলোয়ার হোসেন মিঠু-তালা, আওয়ামী লীগ নেতা ফারুক হোসেন-টিউবওয়েল এবং স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা রেজাউল করিম-চশমা প্রতিক পেয়েছেন।

মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পদে বর্তমান মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান এবং যুব মহিলা লীগ নেত্রী ফারহানা ইয়াসমিন-হাঁস, নাসিমা খাতুন-ফুটবল এবং জাকিয়া আক্তার আলপনা-কলস প্রতীক পেয়েছেন।

চেয়ারম্যান পদে একই প্রার্থী একই প্রতীক দাবি করায় লটারির মাধ্যমে প্রতীক নির্ধারণ করা হয়।

প্রসঙ্গত, গাংনী উপজেলা পরিষদের এই নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদে ৮ জন, ভাইস চেয়ারম্যান পদে ৩ জন এবং মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পদে ৩ জনসহ মোট ১৪ প্রার্থী প্রতীক নিয়ে আজ থেকে মাঠে লড়বেন। এর মধ্যে চেয়ারম্যান পদে শুধুমাত্র জুলফিকার আলী ভুট্টো বিএনপি নেতা। বাকি ১৩ জন প্রার্থী আওয়ামী লীগ এবং অঙ্গ সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মী।

মুজিবনগর উপজেলা পরিষদের

চেয়ারম্যান প্রার্থী তোতাকে

শোকজ

উপজেলা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর বিরুদ্ধে উস্কানিমূলক বক্তব্য প্রদান ও নির্বাচনী অফিস ভাঙচুরের অভিযোগে মুজিবনগর উপজেলা নির্বাচনে চেয়ারম্যান প্রার্থী রফিকুল ইসলাম তোতাকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দিয়েছে নির্বাচন কমিশন।

মেহেরপুর জেলা নির্বাচন অফিসার ও রিটার্নিং কর্মকর্তা ওয়ালিউল্লাহ কারণ দর্শানোর এই নোটিশ দেন।

উপজেলা পরিষদ নির্বাচন আচরণ বিধিমালা ২০১৬ এর বিধি ১৮ লঙ্ঘনের দায়ে কেন আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না? তা আগামী ২ মে বিকাল চারটার মধ্যে লিখিত ব্যাখ্যা প্রদানের জন্যও বলা হয়েছে তাকে।

উল্লেখ্য, গত ২৬ এপ্রিল সন্ধ্যায় প্রতিদ্বন্দ্বী চেয়ারম্যান প্রার্থী আমান হোসেন মিলুর বিরুদ্ধে উস্কানিমূলক বক্তব্য প্রদান করেন তিনি। যার ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়। এবং ২৭ এপ্রিল মুজিবনগরের রতনপুর গ্রামে নির্বাচন অফিস ভাঙচুর করায় আমাম হোসেন মিলুর অভিযোগের প্রেক্ষিতে রফিকুল ইসলাম তোতাকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হয়।

মেহেরপুরে ইব্রাহিম শাহিনের

নির্বাচনী প্রচারণা ও মতবিনিময়

সভা

মেহেরপুর সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান প্রার্থী এড ইব্রাহিম শাহিন এর কাপ পিরিচ মার্কায় নির্বাচনী প্রচারণা ও গনসংযোগ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ সোমবার সন্ধ্যায় পৌর এলাকার স্টেডিয়ামপাড়ায় ৮ ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের আয়োজনে এ গনসংযোগ অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক তুফান শেখ।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা আওয়ামীলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান প্রার্থী এড ইব্রাহিম শাহিন।

ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক রফজুল ইসলাম, ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের নেতা কাদের মিয়া, জেলা মটর শ্রমিক লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মুকুল মিয়া, পৌর তাঁতি লীগের সভাপতি নুরু ইসলাম, জেলা ছাত্রলীগের সদস্য আরিফুল ইসলাম, সদর থানা ছাত্রলীগের সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সুঈট, জেলা ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি দুলাল মাহমুদ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

আয়ুব চেয়ারম্যানের হুশিয়ারি; আচরণবিধি ভঙ্গ

‘ভোট সেন্টারে তোতা অর্থাৎ মানে কাপপিরিচের বাইরে কোন এজেন্ট থাকবে না এবং সমস্ত মানুষ একত্রিত হয়ে তাদের প্রতিহত করতে হবে। আমি চেয়ারম্যান হিসেবে এ কথাটাই বলতে চাই। আর যদি কেউ গণ্ডগোল করার চেষ্টা করে তার পায়ে মেয়ে গলায় ঝুলিয়ে ভোট সেন্টার থেকে বের করে দেওয়া হবে। আমরা চাই আনন্দবাসের ইজ্জত বাগোয়ানের ইজ্জত রক্ষা করতে।’

গত ২৫ এপ্রিল রাতে আনন্দবাস মণ্ডলপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় চত্বেও নির্বাচনী জনসভায় মুজিবনগর উপজেলার বাগোয়ান ইউনিয়ন চেয়ারম্যান আযুব হোসেন এ কথা বলেন। এসময় তার পাশে জেলা পরিষদের সাবেক সদস্য শাহিন উদ্দিনসহ স্থানীয় আওয়ামী লীগের নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরের বুড়িপোতা ইউনিয়নে মোটরসাইকেলের গণসংযোগ

মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাচনে চেয়ারম্যান প্রার্থী আনারুল ইসলামের পক্ষে গণসংযোগ করেছেন তার ছেলে বারিকুল ইসলাম।

রবিবার সদর উপজেলার বুড়িপোতা ইউনিয়নের রাজাপুর, বারাকপুরসহ বিভিন্ন গ্রামে চেয়ারম্যান প্রার্থী আনারুল ইসলামের মোটরসাইকেল মার্কা প্রতীকের গণসংযোগ করেন বারিকুল ইসলাম লিজন। এসময় জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগ, ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা অংশ নেন।

উল্লেখ্য, আনারুল ইসলাম সদর উপজেলা আমদহ ইউনিয়ন পরিষদে দুই বারের নির্বাচিত চেয়ারম্যান ছিলেন। তার ছেলে বারিকুল ইসলাম লিজন জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।